

রোজগার মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা লজিস্টিক্সে প্রথম স্থানে রয়েছে

রাজ্যের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তি। তাহলেই রাজ্যে রোজগারের পথ সুগম হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। আজ আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডোর এক্সিবিশন সেন্টারে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরায় রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং, সমর্থ প্রকল্প এবং রোজগার মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (আর পি এল) প্রকল্পে ত্রিপুরায় ২০ হাজার জনকে কৃষি, নির্মাণ, রাবার এবং হস্তকারু শিল্পক্ষেত্রে ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সমর্থ প্রকল্পে ত্রিপুরায় ৩৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রোজগার মেলায় ১৬টি সেক্টরের ৩৫টি শিল্প সংস্থা অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে বহিরাঙ্গের ১৮টি সংস্থা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যবাসীকে রাজ্যে সহজলভ্য বিভিন্ন সম্পদ যেমন আনারস, কাঁঠাল, কমলা, লেবু, সুপারি, আদা, কালোমরিচ ইত্যাদি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রোজগার করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে ত্রিপুরা লজিস্টিক হাবে পরিণত হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা লজিস্টিক্সে প্রথম স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বভৌম স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এস ই জেড) গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে। সেখানে বড় মাত্রায় মানুষের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০২০ সালের মার্চের পর ফেলী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খুব সহসাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসা যাবে। একই সঙ্গে গোমতী নদী হয়ে জলপথে সোনামুড়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রোটোকল রুট হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশ দু'দেশের সরকার। সোনামুড়ায় অস্থায়ীভাবে জেটি নির্মাণ করা হবে। তাই রাজ্যবাসীকে আগামীদিনে এই কর্মসূচিগুলিতে অংশ নিতে এখন থেকেই সেই বিষয়গুলির উপর দক্ষতা অর্জন করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব। তিনি বলেন, পর্যটন ক্ষেত্রে আগামীদিনে রোজগারের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পর্যটন ক্ষেত্র সহ রাবার, চা পাতা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ট্রেডিং বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী ৩ বছরের মধ্যে ২ লক্ষ মেট্রিকটন ধান রাজ্যের কৃষকদের থেকে ক্রয় করা হবে। তাই রাইস মিলে কাজ করার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৩৫০টি ইট ভাট্টা রয়েছে। কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানে আমাদের রাজ্যের কোনও নিজস্ব আণ্ডন মিস্ত্রি নেই।

সেই ক্ষেত্রে দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যেই যাতে আগামীদিনে আশুন মিস্ত্রি তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনগুলিতে দেশে রোজগারী মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলবে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং প্রগতির পাশাপাশি দেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের উন্নতির অবস্থানের কথাও তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্পোরেট কর কমিয়ে এনে ২৫ শতাংশ করেছে। এর ফলে ভারতের বাজারে দেশে বিদেশী পুঁজিপতিরা লগ্নি করতে উৎসাহিত হবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে আদায় কম হলেও এর ফলে ভবিষ্যতে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক সীমানা খুলে যাচ্ছে তার ফলে লজিস্টিক, হোটেল ট্যুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে রোজগারের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, পর্যটনে একটা বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এইগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। বহিরাঙ্গের দক্ষ কর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে দক্ষতা এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়ার উপর মুখ্যসচিব গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল এম এস।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শংসাপত্র এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সংস্থায় যারা নিযুক্ত হচ্ছেন তাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় যুবাদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সংস্থাসমূহকে স্মারক উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রোজগার মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করে।